عقائدِ احمدیت

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস

প্রকাশক

নাজারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান,

গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত

বই : আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস

প্রকাশক : নাজারত নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান,

গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত

প্রকাশ কাল : জুন ২০১৭

সংখ্যা : ১০০০ কপি

মুদ্রণে : ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, ভারত

Book :

AHMADIYYA JAMAATER DHARMA BISWAS

THE BENGALI TRANSLATION
OF

AQAIDE AHMADIYYAT (URDU)

Edition : **JUNE 2017 (INDIA)**

Publisher : **Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian**

Gurdaspur, Punjab, India

Printed at : **Fazle Umar Printing Press, Qadian,**

Gurdaspur, Punjab, India

ভূমিকা

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা কর্তৃক রচিত মূল উর্দূ পুস্তক **"দাওয়াতুল আমীর"**-এ তিনি আহ্‌মদী তথা আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তি বর্গের উদ্দেশ্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের সঠিক ধর্ম বিশ্বাস বর্ণনা করেন।

মূল উর্দূ পুস্তক "দাওয়াতুল আমীর" এর বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.।

বাংলা ভাষা-ভাষী নও মোবাঈন (জামাতে নতুন বয়াতকারী) সদস্যদের জন্য মূল পুস্তক "দাওয়াতুল আমীর" থেকে **"আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্মবিশ্বাস"** শিরোনামে একটি সংকলন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আশা করি জামাতের বাংলা ভাষা-ভাষী সদস্যবর্গ এর থেকে উপকৃত হবেন। ইনশাআল্লাহ্।

ওয়াস্সালাম

খাকসার

সেখ মহম্মাদ আলী

সদর, এশায়া'ত কমিটি, পশ্চিম বঙ্গ

পরিচিতি

আহ্‌মদীয়া জামাতের সদস্য বিশেষ করে নও মোবাঈনদের জন্য জামাতে আহ্‌মদীয়ার ধর্ম বিশ্বাস হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) কর্তৃক রচিত পুস্তক "দাওয়াতুল আমীর" থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে অজ্ঞাত লোকেরা জামাতে আহ্‌মদীয়ার সঠিক ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় এবং যারা জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাস আরোপ করে থাকেন তাদের সামনে যেন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। আল্লাহতা'লা এই বুকলেটটিকে পুন্যাত্মাদের জন্য পথ-প্রদর্শক করুন। আমীন।

নাজির, নশর ও এশায়া'ত, কাদিয়ান

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস

১. আমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কাল্পনিক কোনো বিষয়ের অনুসরণ করা নয়; বরং সবচেয়ে বড় সত্যকে স্বীকার করার নামান্তর।

২. আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদা তা'লা এক-অদ্বিতীয়, স্বর্গ-মর্ত কোথাও তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই। তিনি ছাড়া বাকি সবই সৃষ্ট আর (সবকিছু) প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা এবং স্ত্রী ও ভাই নেই। তিনি স্বীয় একত্ব ও স্বাতন্ত্র্যতায় অনন্য।

৩. আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা পূত-পবিত্র, সকল ত্রুটিবিচ্যুতি হতে মুক্ত এবং সকল গুণাবলীর আধার। তাঁর পবিত্র সত্তায় কোনো ত্রুটি বা খুঁত নেই আর এমন কোনো প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ নেই, যা তাঁর মাঝে বিদ্যমান নয়। তাঁর শক্তি (কুদরত) অনন্ত এবং জ্ঞান অপরিসীম। সব কিছু তাঁর আয়ত্তে, কিন্তু তাঁকে কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তিনিই প্রথম আর তিনিই শেষ; তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত। সমগ্র বিশ্বজগতের তিনিই স্রষ্টা এবং পুরো সৃষ্টির তিনিই একক অধিপতি। তাঁর নিয়ন্ত্রণ পূর্বেও কোনো সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি আর এখনও নয়; আর ভবিষ্যতেও ভ্রান্ত হতে পারে না। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি চিরস্থায়ী, লয় ও ক্ষয়ের ঊর্ধ্বে। তাঁর সকল কাজ স্বাধীন ইচ্ছায় হয়, বাধ্য হয়ে নয়। তিনি এখনও পৃথিবীতে সেভাবে রাজত্ব করছেন, যেভাবে পূর্বে করতেন। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী কখনও অকার্যকর হয় না। তিনি সদা স্বীয় শক্তিমত্তা প্রকাশ করে চলেছেন।

৪. আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্ তা'লার এক প্রকার

সৃষ্টি এবং يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (সূরা আন্ নাহল : ৫১) তাদের ক্ষেত্রেই সত্য। তাঁর নিখুঁত প্রজ্ঞার ভিত্তিতে তিনি তাদের বিভিন্ন প্রকার কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। রূপক অর্থে তাদের উল্লেখ করা হয়নি বরং তাদের অস্তিত্ব বাস্তব। মানুষ ও অপরাপর সৃষ্টির মতই তারা খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আপন শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি চাইলে তাদের সৃষ্টি না করেই নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরম প্রজ্ঞা এই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে রূপায়িত করার ইচ্ছা করেছে আর তারা সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের আলোতে মানব-চোখকে আলোকিত করা বা রুটির মাধ্যমে তাদের পেট ভরলেও আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে সূর্য ও খাবারের মুখাপেক্ষী নন, তেমনিভাবে ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে স্বীয় কোনো কোনো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেও তিনি ফিরিশ্‌তার মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত হন না।

৫. আমরা বিশ্বাস রাখি যে, খোদা স্বীয় বান্দাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে থাকেন, আর নিজের ইচ্ছা তাদের সামনে প্রকাশ করেন। সেই বাক্যালাপ বিশেষ ভাষা ও শব্দের মাধ্যমে থাকে। এর অবতরণে বান্দার কোনো ভূমিকা থাকে না। এর অর্থ বান্দার চিন্তার ফসল নয় আর এর শব্দও বান্দার প্রস্তাবিত হয় না। অর্থ ও শব্দ উভয়ই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। সেই কথোপকথন মানুষের (আত্মার) প্রকৃত খাদ্য এবং মানুষ এর মাধ্যমেই জীবিত থাকে আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই বাণীর দৃঢ়তা ও মহত্ব অনন্য হয়ে থাকে। কোনো মানুষ অনুরূপ বাণী বা কথা উপস্থাপনে সক্ষম নয়। তা নিজের সঙ্গে জ্ঞানের অফুরান ভান্ডার নিয়ে আসে আর একটি খনিসদৃশ হয়ে থাকে। একে যত খনন করবে, ততই তা থেকে মূল্যবান মণিমুক্তা নির্গত হতে থাকবে বরং খনি থেকেও অধিক; কেননা খনির ভান্ডার ফুরিয়ে যায় কিন্তু এই বাক্যালাপের তত্ত্বজ্ঞান ভান্ডার অফুরান।

এ কথোপকথন একটি সমুদ্রের মত যার উপরের স্তরে অম্বর (এক

প্রকার সুগন্ধি দব্য) সন্তরণরতঃ থাকে, আর তলদেশে থাকে মুক্তা বিছানো। যে এর বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেও এর সৌরভে নিজের মন-মস্তিষ্ককে সুরভিত পায়; আর যে এর মাঝে অবগাহন করে সেও জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডারে সমৃদ্ধ হয়। এই কথোপকথন কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। কোনো সময় তা হয়ে থাকে আদেশ-নিষেধ ও শরীয়তের শিক্ষাভিত্তিক আর কোনো সময় নসীহত ও হিতোপদেশমূলক। কোনো সময় এর মাধ্যমে অদৃশ্য-জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করা হয় আর কোনো সময় গুপ্ত-সুপ্ত আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোনো সময় এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন; আর কোনো সময় স্বীয় অসন্তুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করেন। কোনো সময় স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ কথার মাধ্যমে তার হৃদয়কে প্রীত করেন; আর কোনো সময় তিরস্কার ও ভর্ৎসনার মাধ্যমে দায়িত্বের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোনো সময় উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর রহস্য তার সামনে উন্মোচন করেন, আর কোনো সময় সুপ্ত পাপ সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দান করেন। এক কথায় আমরা বিশ্বাস রাখি যে, খোদা স্বীয় বান্দাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। তা অবস্থা ও মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে এবং বিভিন্নভাবে অবতীর্ণ হয়। বান্দাদের সাথে খোদার যত বাক্যালাপ বা কথোপকথন হয়েছে এর মাঝে কুরআন করীম হলো সবচেয়ে মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ আর সবচেয়ে সম্পূর্ণ। যে-শরীয়ত সম্বলিত হয়ে এটি অবতীর্ণ হয়েছে আর যে দিক-নির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে তা চিরস্থায়ী। কোনো ভবিষ্যত কথা বা শিক্ষা একে রহিত করতে পারে না।

৬. একইভাবে আমরা বিশ্বাস রাখি, যখনই পৃথিবীতে অমানিশা ছেয়ে যায়, মানুষ অনাচার ও কদাচারে লিপ্ত হয় আর ঐশী সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের জন্য শয়তানের থাবা থেকে নিস্তার লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'লা পরম স্নেহ ও অপার করুণাবশত স্বীয় পূত-পবিত্র ও নিষ্ঠাবান দাসদের মধ্য থেকে কতককে মনোনীত করে

পৃথিবীবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করে আসছেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (সূরা ফাতের : ২৫) অর্থাৎ, এমন কোনো জাতি নেই যাদের মাঝে আমাদের পক্ষ থেকে নবী আসে নি। এসব ব্যক্তিবর্গ স্বীয় পবিত্র আদর্শ ও নিষ্কলুষ জীবনাচরণের মাধ্যমে মানুষের জন্য অমর পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন আর তাঁদের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীবাসীকে স্বীয় ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করা অব্যাহত রেখেছেন। যারা তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে; আর যারা তাদের ভালোবেসেছে তারা খোদার প্রিয়ভাজন হয়েছে এবং তাদের জন্য কল্যাণের দ্বার খোলা হয়েছে। তাদের উপর ঐশী কৃপাবারি বর্ষিত হয়েছে। তারা উত্তরসূরীদের নেতা মনোনীত হয়েছেন এবং উভয় জগতের কল্যাণরাজি তাদের ভাগ্যে লেখা হয়েছে।

আমরা এ-ও বিশ্বাস রাখি, খোদার সেই প্রেরিতগণ যারা পৃথিবীকে পাপের অমানিশা থেকে মুক্ত করে পুণ্যের আলোর দিকে এনেছেন, তারা বিভিন্ন মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের সবার শিরোমণি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যাকে খোদা তা'লা আদম-সন্তানের নেতা আখ্যা দিয়েছেন আর كَافَّةً لِلنَّاسِ বা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর জন্য তিনি পরমোৎকর্ষ জ্ঞানের সকল দ্বার উম্মোচন করেছেন এবং তাঁকে তিনি এমন প্রতাপ ও মহিমায় ধন্য করেছেন যে, বড় বড় স্বৈরাচারী বাদশাহ্ও তার নাম শুনে কম্পিত হতো। তাঁর জন্য তিনি সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ আখ্যায়িত করেছেন, এমনকি ভূ-মন্ডলের সর্বত্র তার উম্মত এক-অদ্বিতীয় খোদাকে সিজদা করেছে এবং অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ পৃথিবী ন্যায়নীতি ও সুবিচারে ভরে গেছে। আর আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, পূর্ববর্তী নবীরা যদি এই পরমোৎকর্ষ নবীর যুগে জীবিত থাকতেন, তাঁর আনুগত্য ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকতো না। যেমন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَاِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِيۡثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيۡتُكُمۡ مِّنۡ كِتٰبٍ وَّحِكۡمَةٍ ثُمَّ
جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنۡصُرُنَّهٗ ؕ

(সূরা আলে ইমরান : ৮২)

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)ও বলেছেন,

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُما إلا اتِّباعِي

যদি মূসা ও ঈসা জীবিত থাকতেন তাহলে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকতো না। (আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জওয়াহির ২য় খন্ড ২২পৃ , তফসীর ইবনে কাসীর ২য় খন্ড ২৪৬ পৃ)

৭. আমরা এই বিশ্বাসও রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দাসদের দোয়া শ্রবণ ও গ্রহণ করেন এবং তাদের সমস্যাবলী দূরীভূত করেন। তিনি এক জীবন্ত খোদা যার জীবন মানুষ সর্বকালে সকল সময় অনুভব করে আসছে ও করে। তাঁর দৃষ্টান্ত সেই সিঁড়ির মত নয়, যা একজন কুপ খননকারী খননের পর ভেঙ্গে ফেলে এ ভেবে যে, এখন আর এটি কোনো কাজের নয় বরং কাজে বিপত্তি ঘটাবে। তাঁর (খোদা তা'লা) দৃষ্টান্ত সেই জ্যোতি বা আলোর, যাকে বাদ দিলে সবকিছু অন্ধকার এবং সেই আত্মা বা প্রাণ যাকে বাদ দিলে সব কিছু মৃত্যুপুরী। বান্দা থেকে যদি তাঁর সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে এক প্রাণহীন দেহ শুধু অবশিষ্ট থাকে। এমন নয় যে, কোনো কালে পৃথিবী সৃষ্টি করে এখন তিনি নির্বিকার বসে আছেন; বরং তিনি সর্বদা স্বীয় বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এবং দুর্বলতা ও দৈন্য দশায় তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। তারা যদি তাঁকে ভুলে যায়, তিনি স্বয়ং তাদের নিজ সত্তার কথা স্মরণ করান এবং স্বীয় বিশেষ বার্তাবাহকদের মাধ্যমে তাদের বলেন,

اِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ

(সূরা আল্ বাকারা : ১৮৭)

অর্থাৎ, আমি সন্নিকটে; কোন প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং, পথ প্রদর্শিত হওয়ার জন্য তার উচিত আমার কথা মানা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা।

৮. আমরা এ বিশ্বাসও পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিশেষ তকদীর (নিয়ম) পৃথিবীতে প্রকাশ করে থাকেন। কেবল সেই নিয়মই পৃথিবীতে কার্যকর নয়, যাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম আখ্যা দেয়া হয়; বরং এছাড়াও তাঁর একটি বিশেষ তকদীর বা নিয়ম কার্যকর রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি স্বীয় শক্তিমত্তা ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন এবং স্বীয় শক্তির স্বাক্ষর রাখেন। এটিই সেই শক্তি, যার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে কোনো কোনো নির্বোধ তা অস্বীকার করে বসে; আর প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়া অন্য কোনো নিয়মের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, একেই ঐশী বিধান (কানুনে কুদরত) বা নিয়ম আখ্যা দেয়। অথচ তা প্রকৃতির সাধারণ বা স্বাভাবিক নিয়ম আখ্যায়িত হতে পারে; কিন্তু ঐশী নিয়ম বা রীতি নয়। কেননা, এটি ছাড়াও খোদা তা'লার আরও নিয়ম বা আইন আছে যার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয়দের সাহায্য করেন এবং তাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন। যদি এমন কোনো নিয়ম বা রীতি না থাকত, তাহলে দুর্বল মূসার মত মানুষ কীভাবে ফিরআউনের মত স্বৈরাচারী বাদশাহ্র বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হলেন? তিনি দুর্বলতা সত্ত্বেও উন্নতি করেন আর ফিরআউন শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংস হয়ে যায়। সারা আরব সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়; কিন্তু, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সকল ক্ষেত্রে জয়যুক্ত করেন এবং শত্রুর সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন; আর ১০ হাজার কুদ্দুসী (পবিত্র সাথী)-সহ সেই জনপদকে জয় করেন যেখান থেকে একমাত্র নিবেদিতপ্রাণ সাথীসহ তাঁকে বেরিয়ে

যেতে হয়েছিল। অন্য কোনো বিধান বা নিয়ম যদি না থাকে তাহলে এটি কী করে সম্ভব হতে পারে? প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম (কানুনে তবঈ) এমন কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে কি? মোটেই নয়। সবল দুর্বলকে মিটিয়ে দেয় আর প্রত্যেক দুর্বল শক্তিশালীর হাতে ধ্বংস হয়; প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম আমাদের এ-কথাই বলে ।

৯. আমরা এ-বিশ্বাসও রাখি যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং তার কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। যে সৎকর্মশীল, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হবে; আর যে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ লঙ্ঘনকারী হবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দেহ, আকাশের পাখি বা জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেললেও এবং মাটির কীট দেহের প্রতিটি অণুকে ভেঙ্গে এর রূপান্তর ঘটালেও আর হাড় জ্বালিয়ে ফেললেও তার পুনরুত্থান হবেই এবং স্বীয় স্রষ্টার কাছে তাকে হিসাব দিতে হবে। কেননা, তাকে সৃষ্টি করার জন্য তাঁর পরমোৎকর্ষ শক্তি বা কুদরত প্রথম দেহের মুখাপেক্ষী নয়। বরং, প্রকৃত কথা হলো, তিনি তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু বা আত্মার সূক্ষ্ম অংশ থেকেও তাকে পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি রাখেন; আর এভাবেই হবে। দেহ মাটি হয়ে যায় কিন্তু এর সূক্ষ্ম কণাসমূহ ধ্বংস হয় না। আর মানবদেহে যেই আত্মা রয়েছে তাও খোদার অনুমতি ব্যতীত বিলুপ্ত হতে পারে না।

১০. আমরা বিশ্বাস রাখি যে, খোদার অমান্যকারী ও তাঁর ধর্মের বিরোধীদের যদি তিনি নিজ করুণায় ক্ষমা না করেন; তাহলে, তাদের এমন একস্থানে রাখা হবে, যাকে জাহান্নাম বলা হয়; যাতে শাস্তিস্বরূপ অগ্নি ও তীব্র শীত থাকবে। এর উদ্দেশ্য কেবল কষ্ট দেওয়া নয় বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের ভবিষ্যত সংশোধন। সেখানে রোদন, হা-হুতাস এবং দন্ত পেষণ ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। এক পর্যায়ে সেদিন এসে যাবে, যখন খোদার সর্বব্যাপী করুণা তাদের আবৃত করবে এবং يَأتِيْ عَلى جَهَنّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيْهَا أَحَدٌ وَنَسِيْمُ الصَّبا تُحَرِّكُ أَبْوَابَهَا প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। (তফসীর মুআলেমুত তনজীল)

১১. আর আমরা এ-বিশ্বাসও পোষণ করি যে, যারা আল্লাহ্ তা'লার নবী, ফিরিশ্‌তা ও ঐশী গ্রন্থাবলীর উপর ঈমান আনয়ন করে, তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিনয়াবনত পথ অবলম্বন করে, বড় হয়ে ছোটদের মত চলে, ধনী হয়ে দরিদ্রের মত জীবন যাপন করে, খোদার সৃষ্টির সেবায় রত থাকে, স্বীয় আরামের উপর অন্যের আরামকে প্রাধান্য দেয়; অন্যায়, সীমালঙ্ঘন ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত থাকে, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর ধারক ও বাহক হয়ে থাকে, নীচ ও হীন অভ্যাস; তাদের এমন এক স্থানে রাখা হবে যাকে জান্নাত বলা হয়। সেখানে আরাম ও প্রশান্তি ছাড়া দুঃখ-কষ্টের লেশমাত্র থাকবে না। মানুষ খোদার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর দর্শন লাভ করবে। তাঁর কৃপা-চাদরে আবৃত হয়ে সে এমন নৈকট্য অর্জন করবে, যেন সে তাঁর দর্পণ। ঐশী গুণাবলী তার ভেতর পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হবে। তার সকল হীন কামনা-বাসনা মিটে যাবে। তার ইচ্ছা খোদার ইচ্ছা হয়ে যাবে, আর সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে খোদার বিকাশস্থলে পরিণত হবে।

এ হলো আমাদের বিশ্বাস। ইসলামের গন্ডিভূক্ত হবার জন্য আর কী বিশ্বাস থাকা দরকার, তা আমরা জানি না। ইসলামের সকল ইমাম এসব বিষয়কেই ইসলামী ধর্মবিশ্বাস আখ্যা দিয়ে আসছেন, আর আমরা তাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত।

(উদ্ধৃতি দাওয়াতুল আমীর, আনওয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩২-২৩৭)

❖❖❖❖